চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২১.০১.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রোগীদের সুস্থতায় নার্সদের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, একজন রোগীর দ্রুত ও টেকসই সুস্থতায় নার্সদের পেশাগত দক্ষতা, মানবিক আচরণ ও মানসিক সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের বেডে রোগীর পাশে ২৪ ঘণ্টা যিনি থাকেন, তিনি নার্স—এ কারণে নার্সিং সেক্টরের মানোন্নয়নে সরকারকে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। বুধবার চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর সম্মেলন কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী নার্সিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ অন শিক্ষাপদ্ধতি এবং মূল্যায়ন (Workshop on Teaching Methodology & Assessment) শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আধুনিক ও মানসম্মত নার্সিং শিক্ষা বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ নার্সদের ব্যাপক চাহিদার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেরালা, ব্যাঙ্গালুরু, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের মতো অঞ্চলের নার্সরা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত—কারণ তারা উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আমাদের নার্সদের মধ্যেও সেই প্রতিভা রয়েছে; প্রয়োজন সঠিক প্রশিক্ষণ, দিকনির্দেশনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা।তিনি চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মানের একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেন, এ উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সর্বাত্মক সহায়তা দেবে। ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি জানান।জনস্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সুপারিশ অনুযায়ী ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ (UHC) অর্জনে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির অন্তত ৫ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন। এতে চিকিৎসা ও নার্সিং খাতে গুণগত পরিবর্তন আসবে।

নার্সদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, রোগী হাসপাতালে এলে প্রথম যোগাযোগ হয় নার্সদের সঙ্গে। তাই রোগীর সামনে সবসময় হাস্যোজ্জ্বল ও সহানুভূতিশীল থাকা জরুরি। একটি মিষ্টি হাসি, আশ্বাসমূলক কথা ও আন্তরিক গ্রহণ—রোগীর অর্ধেক মানসিক যন্ত্রণা কমাতে পারে। ওষুধ প্রদানের পাশাপাশি ওষুধের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোগী ও স্বজনদের বুঝিয়ে বলা নার্সদের দায়িত্ব।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ইউসুফের সভাপতিত্বে সমাপনী দিনে কর্মশালায় মূখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নার্সিং অনুষদের ডিন ডা. মেহেরুন্নিছা খানম ও রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আফরোজা হক, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিকেল এডুকেশন, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ও বিএমডিসি এর সদস্য ডা. খুরশীদ জামিল চৌধুরী, সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ডা. তমিজউদ্দিন মানিক, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক সায়ন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. অজয় দেব, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. সুলতানা রুমা আলম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিআইটিআইডি'র অধ্যাপক ডা. মামুনুর রশিদ, ডা. এস এম সারোয়ার আলমসহ বিভিন্ন নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক ডা. ময়নাল হোসেন, সহকারী রেজিস্ট্রার মো. আলাউদ্দিনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।উল্লেখ্য যে ০৩ দিনব্যাপী কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. হুমায়ুন কবীর তালুকদার, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মেহেরুন্নিছা খানম, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের সহকারি অধ্যাপক ডা. থানাদার তামজিদা তাপু ও ডা.আফরোজা হক, সহযোগী অধ্যাপক, মেডিকেল এডুকেশন, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।বাংলাদেশে এই প্রথম চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এ নার্সিং পেশার শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলো।

মানবিক কাজে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে — মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

তরিকায়ে মাইজভান্ডারীর প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভান্ডারী (ক:)—এর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী ও ১২০তম উরস শরীফ উপলক্ষে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।বুধবার (২১ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের অর্থায়নে প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার ও আধুনিকায়নকৃত

সিসিইউ-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “মানবিক কাজে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মানবতার সেবার মাধ্যমেই একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।”

তিনি জানান, আধুনিকায়নকৃত এই সিসিইউতে বেড সংখ্যা ১৫ থেকে বৃদ্ধি করে ২৩-এ উন্নীত করা হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো সিসিইউতে সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে সংযোজন করা হয়েছে ২৪টি অত্যাধুনিক পেশেন্ট বেড, ২৩টি পেশেন্ট মনিটর, ৪০টি ইনফিউশন পাম্প, ৬টি টেম্পোরারি পেসমেকার মেশিন, ১টি ইকো মেশিন, ২টি ইসিজি মেশিন, ২টি ট্রলি বেড, ১৫টি হুইল চেয়ার ও ২টি ক্র্যাশ কার্ট ট্রলি। এছাড়া আধুনিক এসি ব্যবস্থা, মেডিসিন স্টোরেজ রুম, ডক্টরস স্টেশন, নার্স স্টেশন, ইসিজি রুম ও পেশেন্ট রিসিভিং রুমসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ সিসিইউ হিসেবে এটি গড়ে তোলা হয়েছে।

মেয়র বলেন, “বৃহত্তর চট্টগ্রামের কোটি মানুষের জন্য এই আধুনিক সিসিইউ হৃদরোগ চিকিৎসায় নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।” তিনি এ মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. আবদুর রব, উপাধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ; ডা. নূর উদ্দিন তারেক, বিভাগীয় প্রধান, হৃদরোগ বিভাগ; ডা. নুরুল হুদা চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, নেফ্রোলজি।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. জসিম উদ্দিন, উপদেষ্টা, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট ও সভাপতি, চট্টগ্রাম মেডিকেল ড্যাব; অধ্যাপক এ ওয়াই এমডি জাফর, সচিব, ট্রাস্ট; ডা. ইব্রাহীম চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, হৃদরোগ বিভাগ; ডা. আনিসুল আউয়াল ও ডা. মনজুর মোর্শেদ, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, হৃদরোগ বিভাগ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার কামালুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম কিডনি ফাউন্ডেশন; ডা. ইলিয়াছ চৌধুরী, উপপরিচালক; ডা. রুমা দে, সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ড্যাব নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. খুরশিদ জামিল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিএমএ; অধ্যাপক ডা. তমিজ উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা ড্যাব; ডা. বেলায়েত হোসেন ঢালী, সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা ড্যাব এবং ডা. এস এম সরোয়ার আলম, যুগ্ম মহাসচিব, কেন্দ্রীয় ড্যাব।

এনডিএফ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা. মাহমুদুর রহমান, সভাপতি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এনডিএফ এবং ডা. এস এম কামরুল হক, সাধারণ সম্পাদক, এনডিএফ। ট্রাস্টের সমন্বয় কর্মকর্তা তানভীর হোসাইনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডা. কাজী শামীম আল মামুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ডা. সাইফুদ্দিন মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ এবং সিসিইউ সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করেন ডা. এস এম ইফতেখারুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, হৃদরোগ বিভাগ।

স্বাস্থ্যসেবার আধুনিকায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যখাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে উইও কেয়ার (Wio Care) নামের একটি অ্যাপ উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অ্যাপটির মূল লক্ষ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সহজ, নিরাপদ, দ্রুত ও স্মার্ট করে তোলা।

বুধবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা মানুষের আরও কাছে আনা সম্ভব। উইও কেয়ার এর মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর ও নিরাপদ সংযোগ তৈরি হবে। এটি শুধু সুবিধা বৃদ্ধি করবে না, বরং স্বাস্থ্যসেবাকে আরও দক্ষ ও নির্ভুল করবে।

“অ্যাপটির মাধ্যমে রোগীদের সমস্তি চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য একটি প্লাটফর্মে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে, রিপোর্ট বা তথ্য হারানোর ভয় থাকবেনা এবং বিভিন্ন চিকিৎসক বা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে চিকিৎসকরা পূর্বের রিপোর্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়া রোগীর তথ্য বিশ্লেষণে অ্যাপটিতে সংযোজন করা হয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স।”

অ্যাপটির ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান জানায়, উইও কেয়ার একটি সমন্বিত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে, যেখানে রোগী, চিকিৎসক, হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে পারবেন। এর মাধ্যমে কাগজভিত্তিক ও বিচ্ছিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি আধুনিক ও সংযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এতে রোগীরা ডিজিটাল মেডিকেল রিপোর্ট সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, এআই ভিত্তিক স্বাস্থ্য বিশ্লেষণ ও প্রাথমিক গাইডলাইন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খোঁজা এবং অনলাইন ও অফলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কিউআর কোড ও স্মার্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে নিরাপদ রিপোর্ট শেয়ার, রোগীর সম্পূর্ণ মেডিকেল হিস্ট্রি সামারি, একাধিক হাসপাতাল ও ক্লিনিকের তথ্য এক প্ল্যাটফর্মে পাবেন।

এছাড়া চিকিৎসক ও ক্লিনিকের জন্য রোগীর পূর্ণ চিকিৎসা ইতিহাস এক জায়গায় দেখা, দ্রুত ও কার্যকর কনসালটেশন সাপোর্ট, ডিজিটাল রিপোর্ট রিভিউ ও ফলো-আপ ম্যানেজমেন্ট, সম্পূর্ণ পেপারলেস চিকিৎসা ব্যবস্থা, টেলিমেডিসিন সেবা, ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন সিস্টেম, স্বাস্থ্য রিমাইন্ডার ও নোটিফিকেশন, ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সার্ভিসের সুবিধা দিবে প্লাটফর্মটি।

এছাড়া হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে মেডিসিন ডেলিভারি সেবা, বাসা থেকে স্যাম্পল কালেকশন, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

উদ্বোধনকালে উইও কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউদ্দিন শিবলু বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, প্রযুক্তি স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে যেতে পারে। উইও কেয়ার এর মাধ্যমে রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি স্মার্ট, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল সংযোগ তৈরি করছি। উইও কেয়ার কখনোই চিকিৎসকদের বিকল্প নয়—বরং এটি তাদের কাজকে আরও সহজ, সংগঠিত ও কার্যকর করে তোলে। এর লক্ষ্য হলো প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সবার জন্য একটি সহজ, নিরাপদ, স্বচ্ছ ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মহানগর বিএনপির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত
চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত

আগামী ২৫ জানুয়ারি বিএনপি চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে আয়োজিত পলোগ্রাউন্ড মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির দলীয় কার্যালয় নাসিমন ভবনে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক জনাব এরশাদ উল্লাহ এবং সঞ্চালনা করেন মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব জনাব নাজিমুর রহমান। প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও গৌরবোজ্জ্বল। বীর চট্টলা থেকেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক জনসভা ২০১২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এবার বীর চট্টলায় আসছেন আগামী রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান। তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে আমাদের এমনভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, যাতে চট্টগ্রামের এই সমাবেশ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। চট্টগ্রামে তারেক রহমানের মহাসমাবেশ ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত। দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, শৃঙ্খলা, জনসম্পৃক্ততা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে এই জনসভাকে স্মরণীয় করে তুলতে হবে। ডা. শাহাদাত হোসেন আরও বলেন, দেশের ভেঙে পড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। এই দফাগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই দেশের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী শাসনের পতনে তারেক রহমান নেতৃত্ব দিয়েছেন। এখন সময় এসেছে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার। সভাপতির বক্তব্যে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক জনাব এরশাদ উল্লাহ বলেন, আগামী ২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য পলোগ্রাউন্ড মহাসমাবেশকে ঘিরে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং জনদুর্ভোগ এড়ানোর বিষয়গুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। মহাসমাবেশ যেন শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুশোভিত পরিবেশে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যে সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, মহানগর বিএনপি মহাসমাবেশের প্রস্তুতি কার্যক্রমে প্রতিটি ক্ষেত্রে নজরদারি রাখছে এবং সফল ও সুষ্ঠু আয়োজন নিশ্চিত করতে সকল নেতাকর্মীর সম্পূর্ণ সমন্বয় প্রয়োজন।

সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শ্রম বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. এম. নাজিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম-১০ আসনের প্রার্থী সাঈদ আল নোমান, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো: মিয়া ভোলা, এম. এ. আজিজ, কাজী বেলাল উদ্দিন, শফিকুর রহমান স্বপন, হারুন জামান, আর ইউ চৌধুরী শাহীন, শওকত আজম খাজা, ইয়াসিন চৌধুরী লিটন, আহমেদুল আলম চৌধুরী (রাসেল), শিহাবউদ্দিন মুবিন ও মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু। উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য এস. এম. আবুল ফয়েজ, ইকবাল চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, মুজিবুল হক, আনোয়ার হোসেন লিপু, মাহাবুব রানা, নুর উদ্দিন হোসেন নুরু, আবু মুসা, মোহাম্মদ সবুর সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮